দৈনিক বাংলা

তারিখ 24 AUG 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

শিক্ষার জন্য খাদ্য

পঞ্চগড়ে আড়াই হাজার টন গম বরাদ্দ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পঞ্চগড়।– চলতি শিক্ষা বর্ষে পঞ্চগড় জেলার ৫টি থানার ১০টি ইউনিয়নের ১৩২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৩ হাজার ৬শ' ৬৩ জন ছাত্রছাত্রীকে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া জেলার ১৭৮টি মাধ্যমিক ও নিম্ন-মাধ্যমিক স্কুল-মাদ্রাসার ১০ হাজার ২০৭ জন ছাত্রী শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচীর সুবিধা ভোগ করছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী বাস্তবায়নে চলতি শিক্ষা বর্ষে ২ হাজার ৫শ' টন গম ব্যয় করা হচ্ছে। চলতি বাজার দরে এ গমের মূল্য প্রায় ২ কোটি টাকা। 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচীর আওতায় সুবিধাভোগী পরিবারের সংখ্যা হচ্ছে ১২ হাজার ৯শ' ৩৫ জন।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী গ্রহণের ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়া যাচ্ছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় আগ্রহ সৃষ্টি ও ছাত্রছাত্রীদের ড্রপ আউট রোধকল্পে সরকার ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে প্রতি থানায় ১টি করে ইউনিয়নের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছর থেকে প্রতি থানায় ২টি করে ইউনিয়নের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্যখাদ্য কর্মসূচী চালু করেছে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি বিদ্যালয়ে এ কর্মসূচী চালু করা হবে।

পঞ্চগড় জেলার ৫টি থানার ১৩২টি বিদ্যালয়ের ৩৪ হাজার ২শ' ৪১ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১৩ হাজার ৬শ' ৬৩ জন এই সুবিধা ভোগ করছে। সুবিধা-ভোগী পরিবারের সংখ্যা ১২ হাজার ৯শ' ৩৫। এক সন্তান বিশিষ্ট পরিবার প্রতি মাসে ১৫ কেজি এবং একাধিক সন্তান বিশিষ্ট পরিবার প্রতিমাসে ২০ কেজি করে গম পাচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গেছে, বোদা থানার ২৭টি বিদ্যালয়ের ৭ হাজার জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২,৭৫৮ জন ছাত্রছাত্রী এই সুবিধা ভোগ করছে। দেবীগঞ্জ থানার ২৯টি বিদ্যালয়ের ৮,৪৩২ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩,৩৭৩ জন ছাত্রছাত্রী, আটোয়ারী থানার ৩৩টি বিদ্যালয়ের ৬,৫৪৬ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২,৫৬৯ জন, তেঁতুলিয়া থানার ২০টি বিদ্যালয়ের ৫,০০০ জনের মধ্যে ২,০৬৭ জন ছাত্রছাত্রী এবং সদর থানার ২৩টি বিদ্যালয়ের ৭,২৬৩ জনের মধ্যে ২,৮৯৬ জন ছাত্রছাত্রী শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় সুবিধা ভোগ করছে।

এ কর্মসূচী চালুর ফলে বিদ্যালয়-গুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এবং উপস্থিতি বেড়েছে।

ছাত্রী উপবৃত্তি

অপরদিকে জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায় ছাত্রী উপবৃত্তি বাবদ ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৫০ লাখ টাকা। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে সরকার এ কর্মসূচী গত শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু করে। গত শিক্ষাবর্ষে ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণীর ছাত্রীর মধ্যে এবং চলতি শিক্ষাবর্ষে ৭ম ও ১০ম শ্রেণীতে এ কর্মসূচী চালু করা হয়। আগামী অর্থাৎ ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষে ৮ম শ্রেণীতেও এ কর্মসূচী চালু করা হবে। সরকার ঘোষিত শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক ও যুগান্তকারী কর্মসূচীর আওতায় একজন ছাত্রী প্রতিমাসে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ২৫ টাকা ৭ম শ্রেণীতে ৩৫ টাকা এবং ৯ম ও ১০ শ্রেণীতে ৬০ টাকা করে উপবৃত্তি পাচ্ছে। ৮ম শ্রেণীতে ৩৫ টাকা করে পাবে।

এছাড়াও নবম শ্রেণীর ছাত্রীরা বই কেনার জন্য এককালীন ২শ' ৫০ টাকা পাবে। এসএসসি পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফি বাবদ ২শ' ৫০ টাকা প্রদান করা হবে।

শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী চালু করায় জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যাপক হারে এবং নারী শিক্ষার প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।

উপবৃত্তি গ্রহণকারীদের জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। শর্ত দুটি হচ্ছে বার্ষিক পরীক্ষায় শতকরা ৪০ ভাগ নম্বর পেতে হবে এবং এসএসসি পাশ না করা পর্যন্ত অভিভাবক মেয়েকে বিয়ে দিতে পারবেন না।